পূর্ণতর জীবনের জন্য স্টুডেন্টস হেলথ হোম

ধীরেন্দ্রনাথ সুর

পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের অনন্য সৃষ্টিশীল আন্দোলন এর উজ্জ্বল প্রতীক স্টুডেন্টস হেলথ হোম এর হীরক জয়ন্তী বর্ষে কিছু বলার প্রথমে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি এই অভিনব আন্দোলনের উদ্‌গাতা ডা. অরুণ সেন কে। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি ডাঃ নীহার মুন্সী, ফাদার বেকার, ডাঃ অমিয় বসু, ডাঃ মনীন্দ্রলাল বিশ্বাস, ডঃ ত্রিগুণা সেন, ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাঃ সুবীর দাশগুপ্ত প্রমুখ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সমাজ সচেতন ছাত্রদরদী চিকিৎসক, শিক্ষক যাঁরা ডাঃ অরুণ সেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্বের অনন্য নজীর এক স্বপ্নের বাস্তবায়নে। এই স্বপ্নের জন্মের সময়কালে কোলকাতা দেখেছে ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, দেখেছে বিনা চিকিৎসায় যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে ঝরে পড়তে কবি সুকান্তকে, দেখেছে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ স্বাধীনতা দিবসে উন্মাদনা ও সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্থান (বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ) থেকে হাজার হাজার ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের শিয়ালদহ স্টেশনে আগমন। এই সব ঘটনাই কোলকাতায় তরুণ ছাত্র সমাজকে উদ্বেলিত করেছে। ছাত্রসমাজ প্রতিটি ঘটনায় ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। স্বাধীন ভারতে ছাত্র সমাজ শিক্ষা স্বাস্থ্যের যে স্বপ্ন দেখেছিল সেই স্বপ্ন ভাঙ্গতে বেশীদিন সময় লাগেনি। তাই কোলকাতায় সেদিনকার ছাত্র সমাজ বিভিন্ন আন্দোলনে সামিল হতে থাকে। ১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষণা হয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে ডাঃ অরুণ সেন এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা গ্রেপ্তার হন এবং কারারুদ্ধ হন। এই কারান্তরালে হেলথ হোমের স্বপ্নায়ন কিভাবে হয়েছিল তা সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের স্মরণিকায় হেলথ হোম আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সুবীর দাশগুপ্তের প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত করছি।

"স্বাধীনতার পর ছিন্নমূল মানুষ যখন ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় আসতে থাকে তখন তাদের সেবায়, ৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় যখন নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরনের প্রশ্ন আসে তখন ছাত্রদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এই সময় কবি সুকান্তর মৃত্যু ছাত্র সমাজকে উদ্বেল করে। স্বাধীনতার পরে মোহভঙ্গ হলে ছাত্ররা বিক্ষোভ ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে থাকে কিন্তু স্বাধীন সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণে ছাত্ররা উত্তরোত্তর হিংসার দিকে ঝোঁকে এবং ছাত্র আন্দোলন সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। এই সময় প্রায় সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের উপর আক্রমণ নেমে আসে এবং ছাত্র আন্দোলন তার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায় ছাত্র নেতাদের অধিকাংশ কারান্তরালে নিক্ষিপ্ত হয়। জেলের মধ্যে নিরস্ত্র বন্দীদের উপর লাঠি চার্জের বিরুদ্ধে রাজবন্দীরা অনশন করেন। অনশনের শেষে একদল ছাত্রের মনে হ্রত আন্দোলনকে ইতিবাচক রূপ দেওয়ার সম্ভাবনার কথা মনে হয়। ডাঃ অরুণ সেন সদ্য পাশ করা ডাক্তার। তিনি আরও মেডিকেল ছাত্র, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য অংশের রাজবন্দীদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং উৎসাহিত হন। ছাত্র-স্বাস্থ্য প্রকল্পের বীজ উপ্ত হয়। বস্তুত হেলথ হোমের জন্ম স্বাধীন ভারতের কারান্তরালে। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এই ধারণাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য হোতা ডাঃ অরুণ সেন অন্যান্য চিকিৎসক, ছাত্র নেতা, মেডিকেল ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য অংশের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেন। অনেকে অবজ্ঞা বা অবিশ্বাস করলেও কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক তাঁকে উৎসাহ দেন।

শাসকবর্গ নির্বিকার, অভিভাবকরা অসহায়। এ থেকে মুক্তির উপায় কি? ছাত্ররাই এগিয়ে এলেন। কারোর উপর নির্ভরশীলতা নয়, ছাত্র সমাজ তার নিজস্ব শক্তি দিয়ে রোগ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যাগুলিকে নিয়ে স্বনির্ভরতাকে আদর্শ করে স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান-কল্পে আন্দোলন করবে। বিদেশী শাসনমুক্ত দেশে অর্থনীতিতে, বৈদেশিক নীতিতে ও সামাজিক পুনর্গঠনে তখন সর্বত্র স্বনির্ভরতার আহ্বান। ছাত্ররাও এই স্বাবলম্বী আন্দোলনকে মূলমন্ত্র করে তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা গঠনের যাত্রা শুরু করল। তারই ফলশ্রুতি আজকের স্টুডেন্টস হেলথ হোম। ১৯৫১ সালের ১২ই আগস্ট প্রস্তুতি কমিটির প্রথম সভা, ১৯৫২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর প্রথম কার্যকরী সমিতির নির্বাচন ও ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৫২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ''স্টুডেন্টস হেলথ হোম'' সমিতি হিসাবে নিবন্ধীকৃত হয়। প্রস্তুতি কমিটির প্রথম সভা থেকে তার নিবন্ধীকরণ পর্যন্ত অনেক নাম এসেছিল। কিন্তু এই নামটি গ্রহণ হয়েছিল। কারণ, নামটির মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে প্রতিষ্ঠানের দিক্‌নির্দেশিকা। প্রতিষ্ঠানটি হবে ছাত্রদের। এর মূল কাজ হবে স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং ছাত্রদের গ্রহণ করা হবে একটি পরিবারের সদস্য হিসাবে এবং এর মূল কাজ হবে স্বাস্থ্য বিষয়ক। সদস্যরাই তাদের নিজস্ব দায়িত্ব পালন করবে একটি পরিবারের সদস্য হিসাবে। নিজেদের অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করে সুন্দর পরিবেশ ও সুস্থ চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে একটা আদর্শ এবং আন্তরিক পরিবারের মতোই হেলথ হোমকে গড়ে তুলবে।''

এর মধ্যেই স্পষ্ট যে কেন স্টুডেন্ট হাসপাতাল না স্টুডেন্টস হেলথ হোম। জন্মলগ্নেই নির্দিষ্ট হয়ে গেল স্টুডেন্টস হেলথ হোম-র আদর্শ ও লক্ষ্য স্টুডেন্টস হেলথ হোম ধীরে ধীরে গড়ে উঠল ছাত্র স্বাস্থ্য আন্দোলনের স্বয়ম্ভরতার প্রতীক ছাত্রদের স্বাস্থ্য কেন্দ্র। প্রথম থেকেই আদর্শ ঠিক হয়ে গেল হেলথ হোম কোন দাতব্য চিকিৎসালয় হবে না। স্টুডেন্টস হেলথ হোম ছাত্র সদস্য জাতপাত, রাজনীতি, ধনী-গরীব নির্বিশেষে হেলথ হোমের সমান সুযোগ পাবে সামান্য হলেও অর্থমূল্যের বিনিময়ে। অর্থের জোগানের উপায় হল 'প্রত্যেক প্রত্যেকের তরে' এই প্রত্যয়ে নিজেকে নিজে সাহায্য করো স্লোগান দেওয়া হল। ছাত্রসদস্য হিসেবে প্রয়োজন উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়া তার অধিকার কোন দয়া বা দাক্ষিণ্য নয়। একজনের জন্য এগিয়ে আসবে দশজন/একশ জন/হাজার জন। প্রত্যেকে বুঝবে সে একা নয় তার সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য সংবেদনশীল ছাত্রবন্ধু, রয়েছেন ছাত্রস্বার্থে, আত্মনিবেদিত অসংখ্য সুচিকিৎসক, রয়েছেন অসংখ্য ছাত্র শুভাকাঙ্খী শিক্ষক-শিক্ষিকা। আর এই তিনটি স্তম্ভের মিলিত শক্তিকে আরো শক্তি যুগিয়ে চলেছেন সমাজের অসংখ্য ছাত্রদরদী সমাজসচেতন মানুষ। এই চারটি স্তম্ভ এর সঙ্গে পরবর্তীকালে যোগ হয়েছে হাসপাতাল চালানোর আংশিক ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকারী অনুদান। হেলথ হোম এর প্রথম তিনদশকে এভাবে অঙ্কুর থেকে গড়ে উঠেছে মহীরুহে। মৌলালির মোড়ে উন্নতশির স্টুডেন্টস হেলথ হোম। হোমের প্রবেশ পথে উৎকীর্ণ

"Students Health Home
Built By
Blood & sweat of Students."

এটা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। এই প্রসঙ্গে হেলথ হোমের প্রথম ওয়ার্কিং কমিটি ছাত্র সদস্য পরবর্তীকালে হেলথ হোমের চিকিৎসক এবং সভাপতি ডাঃ মৃণাল পুরকায়স্ত'র কবিতা যেটি সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়েছিল,

সেটিও উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না কারণ হেলথ হোম-এর আদর্শ তিনি তুলে ধরেছেন ঐ ছোট্ট কবিতায়।

আমরা
আমরা সরল, সদা চঞ্চল
আদর্শে নিষ্ঠাবান কর্তব্যে অবিচল।
আমরা একক আমরা অনেক।
আমরা দীন কিন্তু দানে অপারগ
অনুকম্পা গ্রহণে অক্ষম।
আমরা সামনের সারির যোদ্ধা,
আমরা প্রত্যয়ী।
আমরা অনেক দূরে দূরে, প্রতি ঘরে ঘরে
বিশ্বাস করি সমতায়, মমতায়
ভ্রাতৃত্ব ভালবাসায় একান্ত আঙ্গিকে।
আমরা সজীব সত্যাশ্রয়ী অপরাজেয়।

আমার সৌভাগ্য '৭৭-৭৮' এর বর্ধমান আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন উপলক্ষ্যে ডাঃ অরুণ সেন, ডাঃ নিহার মুন্সী, ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হবার এবং ১৯৭৯ থেকে ২০১০ পর্যন্ত হেলথ হোমের একজন কর্মী হিসাবে, একজন সংগঠক হিসেবে কাজ করার। এই প্রসঙ্গে বিগত তিনদশকে হেলথ হোমের সাফল্য সম্মিলিত এবং ব্যর্থতা আমার। ১৯৭৮ থেকে কোলকাতার বাইরে আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে হেলথ হোম জেলায় জেলায় প্রসারিত হতে থাকে। এই সময় সাধারণ সম্পাদক ডাঃ দীপক চন্দ্র। তারপর মলয় চ্যাটার্জী, ডাঃ সুবীর দাশগুপ্ত এবং ডাঃ কৌশিক রক্ষিত। বর্ধমানের আঞ্চলিক কেন্দ্রের দায়িত্ব এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব পালনে বিগত তিনদশক যে পরিশ্রম সেটা মনে হয় এই সেদিনের কথা। সপ্তাহে ২/৩ দিন সকাল ৮টায় বেড়িয়ে রাত্রি ৮টায় ফেরা ছিল প্রায় নিয়মিত। ১৯৯৩-৯৪ থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে ঘোরা, সেখানকার ছাত্র শিক্ষক সংগঠকদের সঙ্গে পরিচিতি, ব্যক্তিগত সান্নিধ্য সবকিছু আমার জীবনে মধুর স্মৃতি বিজরিত এবং ঘটনাবহুল।

বর্ধমানে হেলথ হোম গড়ে তোলা, বর্ধমান জেলায় হেলথ হোম এর একাধিক আঞ্চলিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হেলথ হোম আন্দোলনে আমার জীবনে তৃপ্তিদায়ক কাজের অন্যতম। ব্যক্তিগত জীবনে হেলথ হোম আন্দোলন আমাকে ছাত্রজীবন থেকে Chain smoker থেকে non-smoker করেছে। ১৯৮০ সালে হেলথ হোমে ধুমপান বিরোধী পদযাত্রায় অংশ নেওয়ার দিন থেকেই আমি সিগারেট ছেড়ে দিই। এত বছরে ধোঁয়া গিলে স্বাস্থ্য নষ্ট করার জন্য যে প্রচুর টাকা খরচ হতো হেলথ হোম-এর জন্য সেটা আমার সাশ্রয় হয়েছে। আজ পাশে কেউ সিগারেট খেলে আমার সহ্য হয় না। কোষাধ্যক্ষ প্রয়াত মোহিত বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। তাঁকে সঙ্গে নিয়েই তার পরামর্শেই হেলথ হোমের কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে হিসেবরক্ষণ এর সংস্কার এবং

আধুনিককরণ করা হয়। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির পরিচালন ব্যবস্থারও পরিবর্তন করা হয় এবং এর জন্য সংবিধান সংশোধন করার দায়িত্ব পালনে প্রয়াত মোহিত বিশ্বাসের পরামর্শ উল্লেখ্য। সংবিধান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি এবং সম্পাদকেদের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এর সাংবিধানিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংশোধনী পরবর্তীকালে কোলকাতার কেন্দ্রীয় পলিক্লিনিক-এর বিরাট সংখ্যক স্কুল কলেজগুলিকে স্থানীয়ভাবে এবং সুবিধামতোভাবে সাজিয়ে একাধিক আঞ্চলিক কেন্দ্রে বিভাজিত করা হয়। কোলকাতার বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষভাবে হেলথ হোম আন্দোলনে যুক্ত করার ক্ষেত্রে আশানুরূপ না হলেও অনেকটা ফলপ্রসু হয়েছে। উত্তর ও মধ্য কোলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্র নিঃসন্দেহে এই বিভাজনে সাফল্যের নজীর। সংবিধান সংশোধনীতে আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে বেশী বেশী ছাত্রছাত্রীদের হেলথ হোম এর কাজে যোগ্য করে তোলার জন্যই তৈরী হয়েছে রিজিওনাল স্টুডেন্টস কাউন্সিল। ছাত্রদের সংগঠনে শুধু চিকিৎসা নেওয়ার জন্য আসা নয় তারা হেলথ হোম-এর পরিচালনা এবং প্রচার আন্দোলনেও বেশী করে অংশগ্রহণ করবে এইটাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এর জন্য ছাত্রছাত্রীদের সভায় আসা যাওয়ার ব্যয়ভারও হেলথ হোম বহন করে। কিন্তু দুঃখের হলেও এটা সত্যি যে আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালকমণ্ডলীর এ বিষয়ে সেরকম উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেল না। ১৯৭৮ horizontal expansion এর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। বিগত ৩ দশকে বলা যায় সংখ্যাগত দিক থেকে সেই বিস্তৃতি যথেষ্ট উল্লেখ্য। কুচবিহার থেকে কাকদ্বীপ আজ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় একাধিক আঞ্চলিক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে হেলথ হোম নামি মহীরুহের শিকড় বিস্তৃত। পঞ্চম শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত প্রায় ২২-২৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রী হেলথ হোমের সার্বজনীন ছাত্র সদস্যা কমিউনিটিবেসড হেলথ সার্ভিস এর ক্ষেত্রে স্টুডেন্টস হেলথ হোম সর্ববৃহত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিন্তু পশ্চিমবাংলা ১২/১৩ হাজার মাধ্যমিক স্কুল, ৪৫০ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলায়তন ছাত্রসমাজের তুলনায় এই সংখ্যাটি তো খুবই নগণ্য। এখনও বৃহত্তর ছাত্রসমাজ স্টুডেন্টস হেলথ হোম এর স্বাস্থ্য আন্দোলনের বাইরে। প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের হেলথ হোমের পরিষেবার মধ্যে নিয়ে আসা হবে নীতিগতভাবে এবং সাংবিধানিকভাবে সিদ্ধান্ত হলেও এখনও প্রশাসনিক কিছু সমস্যার জন্য কাজে নামা যায়নি। অথচ প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের হেলথ হোম এর পরিষেবার আওতায় আনাটা অত্যন্ত জরুরী। প্রাথমিক স্তরের এক বিশাল সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে করুণ স্বাস্থ্য চিত্র তাতে হেলথ হোমের নিশ্চয়ই ভাবতে হবে কিভাবে কোথা থেকে এই ছাত্রছাত্রীদের হেলথ হোমের ছাতার তলায় আনা যায়। হেলথ হোম এর অর্থ সমস্যা জন্মলগ্ন থেকেই। কিন্তু অর্থের জন্য হেলথ হোম এর কোন কাজ থেমে থাকেনি। সাময়িক অসুবিধা নিশ্চয়ই হয়েছে। নয়-এর দশকে একটা সময় হেলথ হোম-এর ওষুধের দাম বাকী পড়ে থাকতো ৩০/৪০ লক্ষ টাকা। কিন্তু তারজন্য ওষুধ বিক্রেতাগণ ওষুধ দেওয়া বন্ধ করেননি। আজকে সমস্যা অনেকটা কেটে গেছে। কিন্তু সমস্যা থাকবে তারজন্য হোমের কাজ বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ হবে না এ বিশ্বাস আমার আছে। দীর্ঘদিন বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার অভিজ্ঞতা থেকেই এই বিশ্বাস। তাই সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে যা লিখেছিলাম আজও তা প্রযোজ্য।

আজ সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে ফেলে আসা দিনগুলির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং বর্তমান ও আগামী দিনের সম্ভাব্য পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ করে প্রতিটি বাঁকের মুখে হেলথ হোমের কর্মপদ্ধতি রচনা করতে হবে। আগামী দিনের নেতৃত্বকে ঘটনার লেজুড় না হয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে। হেলথ হোমের মূল চালিকা শক্তি আত্মনির্ভরতার

ভিত্তিতেই সম্মিলিত করতে হবে আরো লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের। ছাত্ররা কখনও পুরাতন হবে না, বয়সের ভারে ন্যুব্জ হবে না। সদা চঞ্চল প্রাণবন্ত ছাত্র-সমাজের প্রবাহ বিরামহীন। সব সময়েই তারা ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর। আজ যেখানে স্বনিযুক্তি, স্বনির্ভরতা প্রভৃতি প্রশ্ন সামনে আসছে তখনই হেলথ হোমের প্রয়োজনীয়তার কথা বেশী করে মনে করিয়ে দেয়। বিশ্বায়নের শর্তে আমাদের দেশের সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত মৌলিক অধিকারের দায় নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েছে। ব্যক্তি-মালিকানা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উপর এই ক্ষেত্রের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিদেশী পণ্যে দেশীয় বাজার ভরে যাচ্ছে। ওষুধের দাম দিনের পর দিন উর্ধ্বমুখী, সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। নিদারুণ এই আর্থিক সংকটের মধ্যেই ছাত্রসমাজ তথা তরুণ প্রজন্মকে বৈদুতিন প্রচার মাধ্যমে আত্মকেন্দ্রিক ভোগসর্বস্ব দর্শনের পঙ্কিল আবর্তে টেনে নামানোর গভীর এবং ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলছে। ছাত্রসমাজকে তার সামাজিক দায়বদ্ধতা ভুলিয়ে দেবার ব্যাপক চক্রান্তের জাল চারদিকে। মনোলোভা চটকদারী বিজ্ঞাপনের মোহজালে ছাত্রসমাজকে এক অশুভ প্রতিযোগিতায় নামার হাতছানি। এ অবস্থায় অল্প বয়সেই অনেকে বিভ্রান্তির কবলে পড়ে যাচ্ছে। সমগ্র সমাজে চলছে মূল্যবোধের অবক্ষয়। ছাত্রসমাজও এর থেকে বাদ যাচ্ছে না।

১। স্বাস্থ্য পণ্য নয় অধিকার। সেই অধিকার স্টুডেন্টস হেলথ হোম আগামী দিনে প্রাথমিক থেকে বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ছাত্রদের জন্যই নিশ্চিত করবে।

২। স্বাস্থ্য মানে শুধু চিকিৎসা নয়। স্বাস্থ্য মানে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুখাবস্থা। সুতরাং প্রতিটি ছাত্র যাতে সুস্থ থাকে তারজন্য রোগের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে দৃঢ় প্রতিরোধ আন্দোলন।

৩। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ব্যাপক স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারের নিরন্তর কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকদের নিয়ে স্টুডেন্টস হেলথ হোম টিম গড়ে তুলে এই কাজ করতে হবে।

৪। শুধু স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেই নয়, ছাত্রছাত্রীদের অন্যান্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও স্বনির্ভরতা আন্দোলনের প্রসার ঘটাতে হবে।

৫। ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াচর্চার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। শিক্ষক ও অভিভাবকদেরও এই আন্দোলনে আরো বেশী বেশী করে সামিল করাবার কর্মসূচী নিতে হবে।

৭। আগামী দশকের মধ্যে পশ্চিমবাংলার সমস্ত স্কুল কলেজকে স্টুডেন্টল হেলথ হোমের আন্দোলনের শরীক করার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য সাহসের সঙ্গে নতুন নতুন আঞ্চলিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

৮। হেলথ হোম জাতপাত, রাজনীতির ঊর্ধ্বে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় সংগঠন। একে আরো প্রসারিত করতে হবে।

৯। আমাদের পাশ্ববর্তী রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হেলথ হোমের কথা পৌঁছে দেওয়ার কথা ভাবতে হবে।

১০। আগামী দিনের ব্যাপক প্রসারণের সঙ্গে তাল রাখার জন্য হেলথ হোমের সাংগঠনিক বিকেন্দ্রীকরণের কথাও ভাবতে হবে।

পরিশেষে আমাদের বর্তমান, অবক্ষয়িত মূল্যবোধ এর সামাজিক অবস্থান এর কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। পাঁচের দশকে ছাত্র সমাজ এর চরিত্র এবং তৎকালীন আর্থসামাজিক অবস্থা হেলথ হোমের প্রথম তিনদশকের মধ্যেই প্রায় অপসৃয়মান। ১৯৯১ থেকে বিশ্বায়ন, বিলগ্নীকরণ, উদারীকরণ এর নয়া সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিক সংস্কার আমাদের দেশে চালু হয়েছে। '৯১ এর রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদ, চিন্তাবিদরা সারা বিশ্বে দাওয়াই দিয়ে বলেছিলেন TINA – There is no alternative সমাজতন্ত্র শেষ। একমেরু ধনতান্ত্রিক বিশ্বই ভবিতব্য। ধনতন্ত্রই শেষ কথা। অতএব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সারা বিশ্বে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বেঁধে ফেলা হল বিশ্বায়নের জালে। বিশ্বায়নের নব্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মানুষের মগজে ঢোকাবার জন্য আমদানী হল বিশ্ব ভোগবাদী দর্শনের। ভোগবাদ মানে আপামর জনসাধারণের ভোগ্যবস্তুর চাহিদা মেটানো নয়। এটা হল দরিদ্র থেকে দরিদ্র হওয়া। ধনী দরিদ্রের আকাশ প্রমাণ বৈষম্য। বৈদুতিন মাধ্যমে প্রতিনিয়ত চলছে ব্যাপক প্রচার যার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে সে শুধু তার বাবার টাকায় শিক্ষিত হচ্ছে না বা ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে না বা ডাক্তার হচ্ছে না। তাদের সামনে যে দর্শন তুলে ধরা হচ্ছে সেটা হল আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদ, ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে সে সামাজিক জীব, গোটা সমাজ তাকে বড় করে তুলছে এবং সমাজকে তার কিছু দেবার আছে সেই সামাজিক দায়বদ্ধতা। এ ব্যাপারে অভিভাবকরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাদের সন্তানদের এই স্বার্থপর একক ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে সাহায্য করছেন। মাত্র দু'দশকের মধ্যে বিশ্বায়নের এই দাওয়াই ভুল প্রমাণিত। আজ খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতী পুঁজিবাদ নিপাত যাক ধ্বনিতে আন্দোলনে সামিল। আমাদের দেশে মন্ত্রী, আমলা, করপোরেট দুনিয়ার পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির জালের ফাঁসে। ছাত্রসমাজের সামনে আজ আদর্শের সংকট। এই অবস্থা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যেহেতু ছাত্ররাই যে কোন সমাজের সবচেয়ে সতেজ প্রাণচঞ্চল অংশ এবং ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় ছাত্ররাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবার আগে। তাই এক কঠিন সামাজিক অবস্থার মধ্যেও স্টুডেন্টস হেলথ হোম, নিজেকে নিজে সাহায্য করো, 'প্রত্যেকে মোরা প্রত্যেকের তরে' এই আদর্শকে সামনে রেখে সমস্তরকমের সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে ব্যাপক ছাত্রসমাজের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। তাই শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য নয় তার চেয়ে অনেক বেশী সুস্থ সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য চেতনায় ব্যাপক ছাত্রসমাজকে নতুন অবস্থায় নুতন আঙ্গিকে নতুনভাবে স্বাস্থ্য আন্দোলনে সমবেত করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে "পুর্ণতর জীবনের — স্টুডেন্টস হেলথ হোম" হীরক জয়ন্তী বর্ষে — এটাই হোক স্টুডেন্টস হেলথ হোম-এর দৃঢ় অঙ্গীকার।